রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সামাজিক সহায়তা প্রদান

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব অসংক্রামক মোকাবেলায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সহযোগিতায় কর্মহীন অসহায় পরিবারের মাঝে খাবার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টার দিকে সদরের ঝাউবাড়িয়া ও গাংনীতে শতাধিক সামাজিক সহয়তা প্রদান করা হয়।

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মেহেরপুর ইউনিটের সভাপতি ও জেলা পরিষষেদর চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চাল, ডাল, লবন, তেল, সুজি, চিনি কর্মহীন অসহায়দের মাঝে তুলে দেন।

অন্যদের মধ্যে জেলা সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. খন্দকার একরামুল হক হীরা, যুব প্রধান খন্দকার শামসুজ্জোহাসহ সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও খামারিরা টিকে থাকতে আর্থিক প্রনোদনার দাবি

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা চলছে লকডাউন। শুধুমাত্র চিকিৎসালয়, ফার্মেসী, কাঁচাবাজর, মুদিখানার দোকান বাদে সমস্ত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ। গত এক সপ্তাহ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ভ্যান, রিক্সা, ইজিবাইকসহ সবধরনের অবৈধ যানবাহন চলাচল।

ফলে চরম বিপাকে পড়েছে খেটে খাওয়া দিনমজুর, নিম্নমধ্যবিত্ত - মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা। বেশি বিপাকে পড়েছে ডেইরি খামারিরা।
আলমডাঙ্গা বাজারের বাবু মিষ্টান্ন ভান্ডারের দুইটি ও অধিকারী মিষ্টান্ন ভান্ডার দুইটি মোট ৪টি মিষ্টির দোকান বাদে প্রায় অর্ধশত মিষ্টির দোকানসহ উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে অবস্থিত শতাধিক মিষ্টির দোকান বন্ধ রয়েছে। যে কারণে কম দামে দুধ বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে খামারিরা।

আলমডাঙ্গার কুমারীর গ্রামের খামারি রানা মন্ডল জানান, “করোনাভাইরাসের কারণে বড় কোনো প্রতিষ্ঠান দুধ নিচ্ছে না। মিষ্টির দোকান ও হোটেল গুলোও বন্ধ। অল্প দামেও দুধ বিক্রি সম্ভব হচ্ছে না। এখানে দুধ সংরক্ষণ করে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে আমার খামারে দুধ না দুইয়ে বাছুরকে দিয়ে সবই খাওয়ানো হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে খামারিরা পথে বসে যাবেন বলে মন্তব্য করেন।

কলেজ পাড়ার খামারি জেহুন আলী সেন্টু বলেন, ‘আমার খামারে ৬টি গাভী রয়েছে। দুধ বিক্রি করতে পারলে প্রতিদিন সাড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা আসতো। কিন্তু এত দুধ কোথায় বিক্রি করব? মিষ্টির দোকান বন্ধ।”

অন্যদিকে, বিভিন্ন খামারের মালিকরা তাদের খামারের পশুদের জন্য খাবার কিনতে না পেরে বিপাকে পড়েছেন। বর্তমানে যানবাহন চলাচল না করাতে পশুখাদ্যের দাম অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে লোকশানের বোঝা মাথায় নিয়ে খামার বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবেনা বলে জানিয়েছেন আলমডাঙ্গার বিভিন্ন খামারের মালিকরা।

আলমডাঙ্গার কুমর নদ পাড়ের খামারি আব্দুল জব্বার লিপুর গরু মোটাতাজাকরণ খামার, ছাগল ও হাঁস-মুরগির খামারের বেহাল অবস্থা। তিনি বলেন, “প্রয়োজনীয় খাবার বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতি পন বিচুলি আগে যেখানে নিত ১৩০ টাকা বর্তমানে তা হয়েছে ৩’শ ৫০ টাকা। তাও আবার সময় মতো পাওয়া যায়না। গরুর খামারে বছরে তিনবার গরু বিক্রি করা হয়ে থাকে। পহেলা বৈশাখ আর দুই ঈদে। এবারের পহেলা বৈশাখে একটিও গরু বিক্রি হয়নি। সামনে আসছে ঈদ। ঈদেও এবার কি হবে বলা মুসকিল।” খামার শিল্প বাঁচিয়ে রাখতে খামারিদের সুদমুক্ত ঋণ ও আর্থিক প্রণোদনার দাবি জানিয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

আশেপাশের ৬টি বাড়ি লক ডাউন করা হয়।

তাকে বাসায় আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। শারীরিক কোন সমস্যা নেই।

ওই দিনই তার স্ত্রী ও ৫ বছর বয়সী শিশু কন্যার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়। তারা কোভিড-১৯ নেগেটিভ।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে করোনায় মৃতের তথ্য আইইডিসিআর এ নাই !

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়ায় করোনায় আক্রান্ত ইদ্রিস আলীর মৃত্যুর তথ্য আইইডিসিআর এ নেই।
গত বৃহস্পতিবার দুপুরে আইইডিসিআর এর অনলাইন প্রেস ব্রিফিং এ জানান হয় মৃতের সংখ্যা ৭ জন, যারা সবাই ঢাকার এবং শুক্রবার দুপুরে অনলাইন ব্রিফিং এ মৃতের সংখ্যা ৪ জন তারাও সকলেই ঢাকার। শুক্রবার ৪ জনের বয়স উল্লেখ করা হয়েছে ৫১ থেকে ৬০ বছর।

জানা গেছে,মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের মৃত ইদ্রিস শাহ’র বয়স ৩৫। গত বুধবার দুপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মারা যান। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে আইইডিসিআর এর বরাত দিয়ে সিভিল সার্জন জানান মৃত ঈদ্রিস শাহ করোনা পজেটিভ।

মেহেরপুরের সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন জানান, আইইডিসিআর এ দুদিনের মৃত্যুর হিসেব অনুযায়ী মেহেরপুরের হিসেব নেই। এ ধরণের তথ্য গোপন করা উচিত নয়। এটা একটা বৈষ্ণিক সমস্যা।

এ বিষয়ে সিভিল সার্জন ডা, নাসির উদ্দীন বলেন. আমি প্রতিদিনের করোনা সংক্রান্ত সমুদয় হিসাব আইইডিসিআর এ দিনেরদিন পাঠিয়ে দিচ্ছি”। তবে কেন যে মেহেরপুরের টা গণনা হয়নি তা জানা নাই।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, দুই দিনের মৃত্যুর যে হিসেব আইইডিসিআর দিয়েছে তাতে মেহেরপুরের টা নেই বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমে আমিও জানতে পারলাম। তবে জেলার করোনা বিষয়ক টেকনিক্যাল সব কিছুর দায়িত্ব রয়েছেন সিভিল সার্জন। বিষয়টি নিয়ে সিভিল সার্জন বলেছি পুনরায় আইইডিসিআর এ যোগাযোগ করতে।

মেপ্র/ইএম

দেশে করোনায় মোট মৃত্যু ১৩১, আক্রান্ত ৪৬৮৯

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এনিয়ে মোট ১৩১ জন মৃত্যুবরণ করলেন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৬৮৯।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ৪ জন। এ নিয়ে মোট ১১২ জন।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৪১৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৪,১৮৬ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা সেই পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিলো ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় ঐ দিন সন্ধায় ইউপি সদস্য তার বাসায় যেয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসে।

এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ দেখার পর আমার নিজ উদ্যেগে আপাতত কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা একটি পরিবার অভুক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ৬টি বাড়ি বুধবার (২২ এপ্রিল) লকডাউন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের ৪ সদস্য অভুক্ত সময় কাটাচ্ছেন। সরকারী ও স্থানীয় কোন সহযোগিতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করা পরিবারে বাড়ছে ক্ষোভ।

ভুক্তভোগীরা বলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিন করায় তিনি খোঁজ নিতে পারছেন না হয়তো। অন্য কেউ তাদের খোঁজ খবর না নেওয়া অসহায়ত্বের পাশাপাশি চরম ক্ষোভ বাড়ছে।

ভুক্তভোগী জীবন ইসলামের সাথে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মোবাইলে যোগাযোগ হলে তিনি বলেন, আমার বাড়িতে চাউলসহ খাদ্য দ্রব্য তেমন কিছুই নেই। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আলু ভর্তা আর ভাত রান্না হয়েছিল। এখনো দুপুরের রান্না হয়নি। বাসায় আমার অসুস্থ বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও শিশু কন্যা রয়েছে। এমন অবস্থায় কিভাবে তাদের আহার জোগাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

জানা গেছে, লকডাউনে থাকা ৬টি পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবার দরিদ্র। এদের মধ্যে কেদারগঞ্জ জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন জীবন মিয়া কওমি মাদ্রসার পাচকের কাজ করে সংসার চালাতেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তার পেশাগত কাজ বন্ধ হলে দিনমজুরী শুরু করেন। লকডাউনে থাকায় এখন তার কোন রোজগার নেই।

প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহায়তার বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিনে রয়েছেন তাই হয়তো তিনি মোবাইল রিসিভ করছেন না। স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকরকে কয়েকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। কল কেটে দিচ্ছেন।

লক ডাউনে থাকা একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন গ্রাম পুলিশ সদস্য লকডাউনে থাকা তিনটি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গেছেন। জীবন ইসলামের কেউ কোন খোঁজ নেয়নি এবং খাবার পৌঁছায়নি।

তবে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সব সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কারো কোন সমস্যা হলে তিনি আমাদেরকে মোবাইলে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন। ওই দিন মৃত্যু বরণ করা এক ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা আজ বৃহস্পতিবার লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফন ও চিকিৎসায় সংস্পর্শে আসায় মুজিবনগরের ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ওসি (তদন্ত), চিকিৎসকসহ ২৪ জন কোয়ারিন্টিনে গেছেন।